বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা

সম্পাদনা
চিত্রিতা বন্দ্যোপাধ্যায়
অগ্নিতা কুণ্ডু

BANGLA BHASHAY BIGYAN CHARCHA
Edited by Chitrita Bandhapadhyay, Agnita Kundu

গ্রন্থস্বত্ব : শ্রীশিক্ষায়তন কলেজ

প্রথম প্রকাশ
মার্চ, ২০১৯

প্রকাশক
নারায়ণচন্দ্র ঘোষ
অক্ষর প্রকাশনী
১৮এ, টেমার লেন, কলকাতা ৯
৯৮৭৪৮৪৩৮৬৭

প্রচ্ছদ
গৌতম নন্দী

অক্ষর বিন্যাস
প্রিন্টম্যাক্স, ইছাপুর

মুদ্রক
বসু মুদ্রণ, কলকাতা ৪

উদ্যোগ
শ্রী শিক্ষায়তন কলেজ
১১, লড সিনহা রোড,
কলকাতা ৭১
যোগেশ চন্দ্র চৌধুরী কলেজ
৩০, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড,
কলকাতা-৩৩

ISBN 978-93-83161-03-4

৩০০ টাকা

মুখ্য সম্পাদক
ড. অদিতি দে, অধ্যক্ষ, শ্রী শিক্ষায়তন কলেজ
ড. পঙ্কজকুমার রায়, অধ্যক্ষ, যোগেশ চন্দ্র চৌধুরী কলেজ

সম্পাদক মণ্ডলী
শ্রীমতী শর্মিলা ঘোষ, ড. শ্রাবন্তী মিত্র
শ্রীমতী দিশারী মুখার্জী,
শ্রীমতী সোহিণী চক্রবর্তী, শ্রীমতী মধুলিকা ঘোষ
ড. অভিজিৎ সাহা, ড. চিরঞ্জীব ঘটক,
ড. সুশ্রীমা দত্ত, শ্রীমতী সীমা মুখার্জী

সূচিপত্র

বাংলা গল্পের কল্পনায় বিজ্ঞানের ঝামেলা—অনীশ দেব	অনন্যশংকর দেবভূতি	১৩
বিজ্ঞান ও রবীন্দ্রনাথ : নানা দৃষ্টিকোণে	অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়	২১
বিজ্ঞানমনস্কতার নির্মাণে গণমাধ্যমের ভূমিকা	ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য্য	৩০
কবি ও তাঁর বৈজ্ঞানিক বন্ধুরা	উপাসনা ঘোষ	৩৬
সত্যেন্দ্রনাথ বোস ও আইনস্টাইন : বিজ্ঞান ভাবনার পূর্ব-পশ্চিম	চিরঞ্জীব ঘটক	৪৭
রসায়নের জগতে সবুজ বিপ্লব	চূড়ালা পাল	৫২
চরিত্রের অবয়বে মনোবিজ্ঞানের স্বাক্ষর : ফ্রয়েড এবং রবীন্দ্রনাথ	দিশারী মুখার্জী	৫৬
প্রফেসর শঙ্কু : কল্পবিজ্ঞানের বাস্তব	দেবলীনা গুহঠাকুরতা	৬১
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় : বিজ্ঞান ও শিক্ষাক্ষেত্রে অবদান	দেবারতি দাস	৬৭
কলকাতা বেতারে বিজ্ঞানচর্চা	নবনীতা মিত্র	৭০
প্রতিকূলতায় আত্মরক্ষা - উদ্ভিদের বুদ্ধিমত্তার ইঙ্গিত : কয়েকটি পর্যবেক্ষণ	পাপড়ি সাহা	৭৬
বাংলা বিজ্ঞান-পরিভাষার সেকাল	প্রদীপ্ত গুপ্তরায়	৮৮
বাংলা সাহিত্যে কল্পবিজ্ঞান চর্চা	প্রসূন মাঝি	৯৭
কল্পবিজ্ঞানের প্রয়োগে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের পাতালঘর : উপন্যাস ও চলচ্চিত্রের একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ	বিশ্বজিৎ মণ্ডল	১০৩
উচ্চশিক্ষায় বিজ্ঞানে বাংলাভাষার ব্যবহার : সমস্যা ও সমাধান	শ্রীবিশ্বনাথ কুন্ডু ও সুজিতকুমার পাল	১১৪
বিজ্ঞানমনস্কতা নির্মাণে গণমাধ্যমের ভূমিকা	মানসী মোহান্ত	১১৯
উপেন্দ্রকিশোরের বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ : এক ভিন্ন কথনশৈলী	মীনাক্ষী কর্মকার	১২৮
বাংলা ছোটোগল্পে বিজ্ঞানী ও সাহিত্যিক : বিনিময়	মৌমিতা দাশ	১৩৮
গণমাধ্যমে মহাকাশবিজ্ঞান : মুখ ও মুখোশ	ময়ূখ লাহিড়ী	১৪৪
বাণিজ্যিকভাবে প্রাপ্ত ডিটারজেন্টগুলি জলজ বাস্তুতন্ত্রের পক্ষে ক্ষতিকর	রম্যাণি চট্টোপাধ্যায়	১৫০
বিজ্ঞানী ও সাহিত্যিক : বিনিময়—রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্র বসু	লিপি হালদার	১৫৪
বাংলা কিশোরসাহিত্য কল্পবিজ্ঞানচর্চা : সেকাল-একাল	ললিতা রায়	১৬০
উত্তর চব্বিশ পরগনার মৌখিক রামায়ণ গানের উপস্থাপনা : Conceptual blending theory' -র আলোকে	শুভ কুণ্ডু	১৭১

চরিত্রের অবয়বে মনোবিজ্ঞানের স্বাক্ষর : ফ্রয়েড এবং রবীন্দ্রনাথ

দিশারী মুখার্জী

'বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞান' এবং 'সাহিত্যের সংসর্গ' এই শাব্দিক ব্যাখ্যায় দুই প্রান্ত একই বিন্দুতে দাঁড়িয়ে অনায়াসে সেরে ফেলে পারস্পরিক বিনিময়, তার প্রয়োগের ভিত্তিতে। ব্যক্তির দেখা, শোনা, জানার অন্তর্গত বিষয় যখন ব্যক্তিগত পর্যায় ছাড়িয়ে শব্দে আশ্রয় নিয়ে সাহিত্যের চরিত্রে উপনীত হয়, তখন আবার সেই দেখা, শোনা, জানার বোধটা পাঠক, অর্থাৎ সমষ্টিস্তরের বিষয় হয়ে ওঠে। এই ব্যক্তি এবং সমষ্টি উভয়বোধই সাহিত্যিকের পর্যবেক্ষণ অভিজ্ঞতা, দর্শন ও মননের ফসল আবার বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কার ও তাঁর বিশেষ জ্ঞানের উপলব্ধির বিকাশ। বৈজ্ঞানিকের তত্ত্ব আর সাহিত্যিকের তার প্রয়োগ এই বিনিময়ই হয়তো বিজ্ঞান ও সাহিত্যের শাব্দিক তাৎপর্যকে সার্থকতা দেয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপন্যাস, এবং সিগমুন্ড ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষা, বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিক বিনিময়, এই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। বিশ শতকের সূচনায় ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল সিগমুন্ড ফ্রয়েড রচিত 'দ্য ড্রীম অফ ইন্টারপ্রিটেশন", যেখানে উঠে এসেছিল মানবমনের বিভিন্ন স্তরের ব্যাখ্যা, সচেতন অবচেতনের খোঁজ। আর ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় বাংলা সাহিত্যের প্রথম মনঃস্তাত্ত্বিক উপন্যাস চোখের বালি, যেখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনুসন্ধান করেছেন মানুষের "আঁতের কথা, একই সময় দাঁড়িয়ে পৃথিবীর দুই প্রান্তের দুই-জন মানুষ কাজ করেছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ জীবের অন্তঃলোক নিয়ে, যার প্রতিচ্ছবি প্রচ্ছন্ন রাখতেই আমরা অভ্যস্ত ছিলাম। একজন বৈজ্ঞানিক নির্মোহ দৃষ্টিতে মনোবিজ্ঞানের ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে এবং অন্যজন জীবনের প্রতি সার্বিক দৃষ্টি দিয়ে মানবমনের বিভিন্ন স্তরের গঠন, চলন, এবং প্রকাশ সম্পর্কে কথা বলেন।

ডারউইনের বিবর্তনবাদ অনুযায়ী পশু থেকে বিবর্তিত হয়েছে মানুষ। পশুর উত্তরাধিকার যেমন মানুষের শরীরে বর্তায়, তেমনি পশুর পাশবিক অন্তর চরিত্রও থেকে যায় মানুষের ভিতর। তবে একই প্রতিকৃতিতে নয়। পাশবিক চরিত্র বলতে শুধুমাত্র শারীরিক প্রবৃত্তি, মানসিক বিকার, তীব্রতা নয়— অবৈধ ক্ষমতা, লোভ, জড়তা, নিষ্ঠুরতা, হিংস্রতা, অধিকার, আগ্রাসন, নির্যাতনের ইচ্ছা এই সবটাই বোঝায়। মানব সভ্যতার অগ্রগতিতে এই দানবীয়তা সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক, পারিবারিক সবক্ষেত্রেই প্রখর ও প্রকটভাবে জেগে উঠেছে বারবার। মানুষ, মানুষের পারস্পরিকতাকে প্রশ্ন করেছে বারবার, ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণ তত্ত্ব আলোকপাত করেছে আগ্রাসনজনিত মানবসভ্যতার এই অসুখের উৎসে। ফ্রয়েডের সিদ্ধান্তে মনঃসমীক্ষণকে অন্তর্দর্শন বলা যেতে পারে, আবার আত্মসমীক্ষণও বলা যায়। প্রত্যক্ষ